ইত্তেফাক

তারিখ ২৮।৭।৮২
পৃষ্ঠা ... কলাম ...

৩
৪
৩

068

'বাংলাদেশের স্নাতকোত্তর মেডিক্যাল ডিগ্রীর মান এমআরসিপি'র চাইতে কম নহে'

(মেডিক্যাল রিপোর্টার)

"মেডিক্যাল এডুকেশন"-এর উপর গতকাল (বুধবার) সকালে বাংলাদেশ ডায়াবেটিক এসোসিয়েশনের অডিটোরিয়ামে আয়োজিত সেমিনারে প্রধান অতিথি বৃটিশ মেডিক্যাল এসোসিয়েশনের নবনির্বাচিত প্রেসিডেণ্ট ডাঃরবার্টসন বলেন, বাংলাদেশের স্নাতকোত্তর এফ. সি. পি, এস মেডিক্যাল ডিগ্রীর মান বৃটেনের এম, আর, সি, পি'র চাইতে কম নহে। তিনি বলেন, এদেশের মেডিক্যাল ছাত্রদের মধ্যে অনেকেরই জ্ঞান, বিশেষ করিয়া তাত্ত্বিক জ্ঞান, বৃটেনের শিক্ষার্থীদের চাইতে

(২য় পৃঃ দ্রঃ)

মেডিক্যাল ডিগ্রীর মান

(১ম পৃঃ পর)

অনেক বেশী। ঢাকা মেডিক্যাল কলেজসহ কয়েকটি মেডিক্যাল কলেজে চলতি ফাইনাল প্রফেশনাল এম বি বি এস পরীক্ষায় উপস্থিত থাকার অভিজ্ঞতা উল্লেখ করিয়া তিনি বলেন, এদেশের পরীক্ষকরা বেশ কড়া। মিঃ রবার্টসন মেডিক্যাল কলেজে ছাত্রভর্তির পদ্ধতি সম্পর্কে বিশেষ সতর্কী অবলম্বনের পরামর্শ দেন। তিনি বলেন, শুধু "ইন্টারভিউ" দ্বারা ছাত্রদের মেধা যাচাই করা যায় না।

মিঃ রবার্টসন পোষ্টগ্রাজুয়েট শিক্ষার উপর গুরুত্ব আরোপ করিয়া বলেন, প্রচুর বিশেষজ্ঞ তৈয়ার করিতে হইবে যাহারা সাধারণ ডাক্তারদের তদারকি ও গবেষণায় নেতৃত্বদান করিতে পারিবেন।

ডঃ ইব্রাহীম বলেন, গবেষণার ক্ষেত্রে উন্নত বিশ্ব ও আমাদের দেশের মধ্যকার বিদ্যমান ব্যবধান কমাইয়া আনিবার জন্যই এখানে পিজি, কোর্স চালু করা হইয়াছে। ডাঃ রবার্টসনকে উদ্দেশ করিয়া তিনি বলেন, আপনাদের উদ্দেশ্য হওয়া উচিত আমরা যাহাতে উত্তরোত্তর সাফল্য লাভ করিতে পারি উহাতে সহায়তা করা।

সেমিনারে ডাঃ সায়েদুর রহমান ছাড়াও বক্তৃতা করেন প্রখ্যাত চিকিৎসাবিদ প্রফেসর নূরুল ইসলাম।